কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

١ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ٥ اٰياتها ٧ ركوعها ١	**সূরা: ফাতিহা, মাক্কী** **আয়াত: ৭, রুকু: ১**
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾	১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾	২. পরম করুণাময়, অতি দয়ালু ।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿٣﴾	৩. প্রতিদান দিবসের মালিক।
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿٤﴾	৪. আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই ।[১]
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾	৫. আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো।[২]
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾	৬. তাদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। ৭. তাদের পথে নয়,যাদের প্রতি তোমার গযব বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।[৩]

টীকা:

১ প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালাই, কারণ তিনি সত্তাগতভাবে ক্ষমতাবান, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং অমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ তাঁরই প্রদত্ত ক্ষমতায় সাহায্যকারী হন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৯ দেখুন।

২ 'صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْم' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আকিদার সরল পথ, যার উপর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام চলেছেন অথবা অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের সরল পথ, যার উপর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দ্বীনের বুযুর্গগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه চলেছেন ।

৩ যাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদি বা দুরাচারী এবং পথভ্রষ্টদের দ্বারা উদ্দেশ্য খ্রিস্টান বা বদ-আকিদা সম্পন্ন লোক।

٢ سُوْرَةُ الْبَـقَـرَةِ مَدَنِيَّةٌ ٨٧ اٰيـاتها ٢٨٦ رکوعاتها ٤٠	সূরা: বাকারা, মাদানী আয়াত: ২৮৬, রুকূ: ৪০
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
الٓمّٓ ۚ ①	১. আলিফ লাম মীম।[১]
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ②	২. এ সেই মহান কিতাব যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকীদের (খোদাভীরু) জন্য পথপ্রদর্শক।
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ ③	৩. তারা এমন লোক যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক হতে কিছু (আমার পথে) ব্যয় করে।[২]
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ ④	৪. এবং তারা ঈমান আনে সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে[৩]। আর তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

টীকা:

১ এই হরফগুলো আল্লাহ পাকের রহস্য ও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানেন, আর আমরা এগুলোর সত্যতার উপর ঈমান রাখি।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে সম্পদ খরচ করা উচিত নয় যে, অনেক বেশি সম্পদ খরচ করে দেয়ার পর মানুষ অনুশোচনা করবে; আবার খরচের ক্ষেত্রে কৃপণতাও করা যাবে না, বরং এতে ভারসাম্য থাকা উচিত।

৩ আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা এবং কুরআন মাজীদের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধানাবলীর উপর আমল করার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে সিরাতুল জিনানের ১ম খন্ডের, ৬৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

৫. তারাই নিজেদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

৬. নিশ্চয়ই যাদের ভাগ্যে কুফরী রয়েছে, তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য সমান; তারা ঈমান আনবে না।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

৭. আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে এবং তাদের কানসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে পর্দা পড়ে আছে।[১] আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

৮. আর কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

৯. এসব লোকেরা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়,[২] অথচ তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে, এবং তাদের কোনো অনুভূতি নেই।

ع ١

وقف لازم

টীকা:

১ কাফেরদের অন্তরে ও কানে মোহর লেগে যাওয়া আর চোখে আবরণ পড়ে যাওয়া তাদের কুফরী, সীমালঙ্ঘন ও আম্বিয়া কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র সাথে শত্রুতা পোষণ করার পরিণাম স্বরূপ ছিলো। তা না হলে হেদায়েতের পথ তাদের জন্য শুরু থেকে বন্ধ ছিলো না।

২ আল্লাহ পাক এ থেকে পবিত্র যে, কেউ তাঁকে ধোঁকা দিবে। এখানে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া বলতে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ধোঁকা দেয়ার অপচেষ্টা করাকে বোঝানো হয়েছে।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

১০.তাদের অন্তরগুলোতে ব্যাধি রয়েছে[১]। কাজেই আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলতো।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না', তখন তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢

১২. জেনে রাখো! নিশ্চয়ই তারা ফাসাদ সৃষ্টিকারী[২] কিন্তু তাদের (এই বিষয়ে) অনুভূতি নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো যেভাবে অন্য লোকেরা ঈমান এনেছে',[৩] তখন তারা বলে, 'আমরা কি নির্বোধদের মতো ঈমান আনবো?' জেনে রাখো! নিশ্চয়ই তারাই

টীকা:

১ এখানে অন্তরের ব্যাধি বলতে মুনাফিকদের কপটতা আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি বিদ্বেষ রাখার রোগকে বোঝানো হয়েছে। জানা গেলো মন্দ আকিদা পোষণ করা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ধ্বংসাত্বক বিষয় এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সম্মান ও মহত্ত্বের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হলো অন্তরের রোগী।

২ মুনাফিকদের কার্যকলাপ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সাধারণ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের চেয়ে বড় ফাসাদী তারা, যারা ফাসাদ ছড়ায় এবং তাকে সংশোধন বা সংস্কারের নাম দেয়। আমাদের সমাজে এমন লোকের অভাব নেই যারা সংস্কারের নামে ফাসাদ ছড়ায় এবং নিকৃষ্ট কাজগুলোকে ভালো নামে অভিহিত করে।

৩ এই আয়াতে বুযুর্গানে দ্বীনের মতো ঈমান আনার নির্দেশ দেয়ার দ্বারা জানা গেলো তাদের অনুসরণকারীরাই নাজাতপ্রাপ্ত আর অন্যদিকে তাদের পথ থেকে যারা দূরে সরে যায় তারা মুনাফিকদের কাতারে রয়েছে আর এটাও জানা গেলো যে, ওই সকল বুযুর্গদের প্রতি কটাক্ষকারীরা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।

لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

নির্বোধ,[১] কিন্তু তারা জানে না।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো কেবল উপহাস করি'।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫.আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপহাসের বদলা দেবেন[২] আর (এখন) তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হতে থাকে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই তারা, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথ পায়নি।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করলো, তখন আল্লাহ তাদের নূর (আলো) কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আল্লাহ পাকের দরবারে এমন মকবুল বান্দা যে, তাদের সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের জবাব আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়েছেন।

২ আল্লাহ পাক উপহাস অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা করা থেকে পবিত্র। আরবী ভাষায় কখনো কোনো কাজের বদলা দেওয়ার জন্য সেই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। এখানে উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদেরকে তাদের উপহাসের বদলা দেবেন।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ।[১] সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অথবা (তাদের উদাহরণ) আকাশ থেকে বর্ষণমুখর বৃষ্টির মতো, যাতে রয়েছে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। তারা বজ্রের কারণে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع ٢ ١٣ ٢

২০. বিদ্যুৎ চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। যখনই কিছুটা আলোকিত হয়, তখন তারা তাতে চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[২]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ

২১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো,[৩] যিনি তোমাদেরকে

টীকা:

১ মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের উপর চলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা থেকে লাভবান হয়নি। আর যখন তারা সত্য শোনা, মানা ও বলা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, তখন তাদের কান, মুখ, চোখ সবই অকেজো হয়ে গেলো।

২ প্রতিটি সম্ভাব্য জিনিস شی এর অন্তর্ভুক্ত আর প্রতিটি شی আল্লাহর কুদরতের আওতাধীন। আর যে সকল বস্তু মহাল (কোনক্রমেই সম্ভব নয়), সেগুলোর যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহর তায়ালার ক্ষমতার অধীনে আসবে।

৩ 'ইবাদত' সেই চরম শ্রদ্ধার নাম, যা বান্দা নিজের দাসত্ব অর্থাৎ বান্দা হওয়া এবং উপাস্যের প্রভুত্ব অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সাথে আদায় করে। এখানে ইবাদত তাওহীদ এবং এর বাইরে সকল প্রকার ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এই আশায় (ইবাদত করো)যে, তোমরা পরহেযগার হতে পারবে।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর সেই পানি দ্বারা তোমাদের খাবারের জন্য অনেক ফল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর কোনো শরীক সাব্যস্ত করো না।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমি আমার বিশেষ বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, সে বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা এর মতো একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[১]

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ

২৪. তবে যদি তোমরা তা না করতে পারো আর তোমরা কখনো তা করতে পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফেরদের

টীকা:

১ এই চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য, আজও কুরআনকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র রচনা বলে দাবি করা কাফেরদের সংখ্যা অনেক কিন্তু কুরআনের মতো একটি আয়াত তৈরি করার মতো কেউ আজও সামনে আসেনি এবং যে এর দাবি করেছে তার মুখোশ কয়েক দিনের মধ্যে খুলে গেছে।

وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

জন্য[১] প্রস্তুত করা হয়েছে।[২]

وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সেই সব জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে সেই বাগানগুলো থেকে কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এ তো সেই রিযিক যা আমাদেরকে আগেও দেওয়া হয়েছিলো'। আর তাদেরকে একই রকম ফল দেওয়া হবে। আর সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনীরা থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও বড় কোনো কিছুর উদাহরণ দিতে লজ্জা করেন না।[৩] সুতরাং যারা ঈমানদার, তারা জানে যে, এটি তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর যারা কাফের, তারা বলে, 'এই উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?' আল্লাহ এর দ্বারা অনেক

টীকা:

১ "কাফেরদের জন্য" বলার মাধ্যমে এই ইশারাও রয়েছে যে, মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে জাহান্নামে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করা থেকে সুরক্ষিত থাকবে কারণ জাহান্নাম বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

২ এ থেকে বোঝা গেলো জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে গেছে কেননা এখানে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ লজ্জার অর্থ হল দুর্নাম বা মন্দ কাজের ভয়ে অন্তরে বাঁধা সৃষ্টি হওয়া। আল্লাহ এ থেকে পবিত্র- এখানে লজ্জা অর্থ হলো উদাহরণ বর্ণনা করা থেকে বিরত না হওয়া।

وقف لازم

اَرَادَاللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ﴿٢٦﴾	লোককে পথভ্রষ্ট করেন[১] এবং অনেক লোককে হেদায়েত দান করেন। আর তিনি এর দ্বারা কেবল অবাধ্যদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন।
الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾	২৭. যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার মজবুত হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾	২৮. তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন।[২] আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন, অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۤ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ	২৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৩] অতঃপর তিনি আসমানের দিকে

টীকা:

১ কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হলো হেদায়েত দেওয়া, কিন্তু অনেক লোক তা অস্বীকার করে, অথবা উপহাস করে, অথবা ভুল অর্থ গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এই বিবেচনায় এখানে কুরআনের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

২ এই আয়াতে চিন্তা করলে আমাদের মুসলিমদের জন্যও উপদেশ রয়েছে যে, আমরাও কিছুই ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। সুতরাং তাঁর দান থেকে উপকৃত হয়ে তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া এবং অকৃতজ্ঞতা ও গাফিলতির জীবনযাপন করা কোনোভাবেই আমাদের জন্য শোভনীয় নয়।

৩ এ থেকে বোঝা গেলো যে, যেসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ পাক নিষেধ করেননি, তা আমাদের জন্য মুবাহ ও হালাল।

ع ٣ ١ ٢

فَسَوّٰىهُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۲۹﴾ ع	ইস্তিওয়া করেন এবং সেগুলোকে সাতটি আসমানরূপে সুবিন্যস্ত করেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।
وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ خَلِيۡفَةً ؕ قَالُوۡۤا اَتَجۡعَلُ فِيۡهَا مَنۡ يُّفۡسِدُ فِيۡهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىۡۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۰﴾	৩০. এবং স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন,[১] আমি জমিনে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'। তখন তারা আরয করলো, 'আপনি কি জমিনে এমন কাউকে প্রতিনিধি বানাবেন, যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?' অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না'।
وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۳۱﴾	৩১. আর আল্লাহ তায়ালা আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর সেই সকল বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও'।[২]
قَالُوۡا سُبۡحٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا	৩২. (ফেরেশতারা) আরয করলো, '(হে আল্লাহ!) আপনি পবিত্র। আমাদেরকে

টীকা:

১ ফেরেশতাদেরকে প্রতিনিধি সৃষ্টির সংবাদ প্রকাশ্যভাবে পরামর্শমূলক দেয়া হয়েছিলো তা নাহলে আল্লাহ পাক এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কারো পরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে।

২ এই আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা দানের কারণ "জ্ঞান"কে সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বোঝা গেলো জ্ঞানার্জন গোপনে/ নির্জনে ইবাদত করা থেকে উত্তম।

عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

ততটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন’।[১] নিশ্চয়ই আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. (অতঃপর আল্লাহ) বললেন, ‘হে আদম! তুমি তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও’। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে সেগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন (আল্লাহ) বললেন, ‘(হে ফেরেশতারা!) আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপন বিষয় জানি এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ করো ও যা তোমরা গোপন করো?’

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর (স্মরণ করো) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো।[২] সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো।[৩] আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ

৩৫. আর আমি বললাম, ‘হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং

টীকা:

১ এই আয়াত থেকে মানুষের মর্যাদা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালার দিকে শিক্ষার সম্বন্ধ করা সঠিক, যদিও তাঁকে ‘মুয়াল্লিম’ (শিক্ষক) বলা যাবে না, কারণ ‘মুয়াল্লিম’ পেশাদার শিক্ষককে বলা হয়।

২ ফেরেশতারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সম্মানসূচক সিজদা করেছিলো এবং তা ছিলো রীতিমতো কপাল মাটিতে রাখার মাধ্যমে , কেবল মাথা ঝুঁকানো নয়।

৩ এই ঘটনা থেকে বোঝা গেলো যে, অহংকার এমন ভয়ানক আমল যা কখনও কখনও বান্দাকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অহংকার করা থেকে বেঁচে থাকা।

الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

যেখানে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও। তবে এই গাছের কাছে যেও না, তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।[১]

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে পদস্খলিত করলো।[২] ফলে তারা যেখানে ছিলো, সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিলো। আর আমি বললাম, 'তোমরা নিচে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু হবে। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাসস্থল ও জীবনযাপনের উপকরণ রয়েছে'।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু কালেমা (বাক্য) শিখে নিলো। তখন আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন।[৩] নিশ্চয়ই তিনি পরম তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।

টীকা:

১ আল্লাহ তায়ালা মালিক। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন অন্য কারো এই অধিকার নেই যে, এটিকে ভিত্তি বানিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র ব্যাপারে অসম্মানজনক কথা বলবে।

২ কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام'র দিকে অবাধ্যতা ও গুনাহের সম্বন্ধ করা হারাম, বরং ওলামায়ে কেরামের একটি দল এটিকে কুফরী বলে অভিহিত করেছে।

৩ যখন তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহ তায়ালার দিকে হয়, তখন এর অর্থ হয় 'তাওবা কবুল করা' অথবা 'আল্লাহ তায়ালার নিজের রহমতের সাথে বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করা'।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমি বললাম তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও[১]। অতঃপর যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত আসে, তবে যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع

৩৯. আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

ع ١٠ ٤

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে ইয়াকুবের বংশধর![২] আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো,[৩] যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং আমার সাথে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমি তোমাদের সাথে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। আর কেবল আমাকেই ভয় করো।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَ

৪১. আর সেই (কিতাবের) প্রতি ঈমান আনো, যা আমি নাযিল করেছি। তা তোমাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী। আর তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।

টীকা:

১ এখানে (বহুবচন) ব্যবহার করে এক সাথে সবাইকে অবতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত হাওয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا 'র সাথে তাঁদের সন্তানরাও উদ্দেশ্য, যারা এখনো হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام'র পৃষ্ঠে রয়েছে।

২ এখানে হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) র' যুগের ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩ এখানে স্মরণ করা দ্বারা শুধু মৌখিক আলোচনা করা নয় বরং এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনুসরণ ও বন্দেগী করে সেসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাকে বোঝানো হয়েছে কেননা কোনো নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা তা ভুলিয়ে দেয়ার শামিল।

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۖ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

আর আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। আর কেবল আমাকেই ভয় করো।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২ আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।[১]

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তোমরা কি লোকদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবে কি তোমাদের কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই?[২]

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ۙ

৪৫. আর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।[৩] আর নিশ্চয়ই নামায অবশ্যই কঠিন, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যারা বিনয়ী।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, প্রত্যেকের উচিত যেন সে হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত না করে আর হককে গোপন না করে কেননা এতে ফাসাদ ও ক্ষতি রয়েছে আর এও জানা গেলো যে হক কথা জানে তা প্রকাশ করে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব আর তার জন্য হক কথা গোপন করা হারাম।

২ এই আয়াতের শানে নুযূল খাস (বিশেষ) হওয়ার পরেও এর হুকুম আম (সাধারণ), আর প্রত্যেক নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর জন্য এতে গঠনমূলক শিক্ষা রয়েছে।

৩ ধৈর্যের মাধ্যমে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি আর নামাযের বরকতে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়। আর এ দুটি জিনিস কষ্টকে সহ্য করতে ও দূর করতে সাহায্য করে।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ ع

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

الرُّبُع ٥

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে ইয়াকুবের বংশধর! আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং আমি তোমাদেরকে তৎকালীন সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।[১]

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেওয়া হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।[২]

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকজন থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতো। তারা তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করতো এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিলো এক কঠিন পরীক্ষা।

টীকা:

১ এর অর্থ হল বনী ইসরাঈলকে তাদের যুগে সমস্ত লোকের উপর ফযিলত দান করা হয়েছিলো আর যখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমন ঘটলো তখন এই ফযিলত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উম্মতকে দান করা হলো।

২ এ থেকে বোঝা গেলো কিয়ামতের দিন কাফেরকে না কোনো কাফের উপকার করতে পারবে আর না কোনো মুসলমান, সেদিন শাফায়াত শুধু মুসলমানদের জন্য হবে।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম এবং ফেরাউনের লোকজনকে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আর (স্মরণ করো) যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম,[১] অতঃপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যিই অত্যাচারী।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী (ফুরকান) দান করেছিলাম, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا

৫৪. আর (স্মরণ করো) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা বাছুরকে (উপাস্য) বানিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করেছো। কাজেই তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা করো। অতঃপর তোমরা

টীকা:

১ ফেরাউন ও ফেরাউনী সম্প্রদায় ধ্বংসের পর যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশরের দিকে ফিরলেন তখন তাঁর আবেদনে আল্লাহ পাক তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন আর এর জন্য ত্রিশ দিন অতঃপর দশ দিন বৃদ্ধি করে চল্লিশ দিন নির্ধারিত হলো।

اَنۡفُسَكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ عِنۡدَ
بَارِئِكُمۡ ؕ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿۵۴﴾

নিজেদেরকে হত্যা করো।[১] এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের জন্য উত্তম। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনিই পরম তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

وَاِذۡ قُلۡتُمۡ يٰمُوۡسٰى لَنۡ نُّؤۡمِنَ لَكَ
حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهۡرَةً فَاَخَذَتۡكُمُ
الصّٰعِقَةُ وَاَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. আর (স্মরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা কখনো তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখি'। অতঃপর তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, আর তোমরা তা দেখছিলে।[২]

ثُمَّ بَعَثۡنٰكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡغَمَامَ وَاَنۡزَلۡنَا
عَلَيۡكُمُ الۡمَنَّ وَالسَّلۡوٰى ؕ كُلُوۡا مِنۡ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ ؕ وَمَا ظَلَمُوۡنَا وَ

৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম[৩] (এবং বলেছিলাম) 'আমার দেওয়া পবিত্র জিনিসগুলো খাও'। আর তারা আমার

টীকা:

১ এই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, শিরক করলে মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায় আর মুরতাদের শাস্তি হলো কতল (হত্যা) করা কেননা সে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে আর যে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে দেয়াই হল হিকমত ও ন্যায়বিচার।

২ এই ঘটনা দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام'র শানও প্রকাশ পায় তা এভাবে যে, হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে "আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো না" বলার কারণেই বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করা হলো।

৩ "মান্না"র বিষয়ে সঠিক মতামত হলো এটি তরনজীনের মতো কোনো একটি মিষ্টি জিনিস ছিলো আর "সালওয়া"র বিষয়ে সঠিক মতামত হলো এটি একটি ছোট পাখি ছিলো।

لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

কোনো ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করেছিলো।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তাদেরকে বললাম, 'এই শহরে প্রবেশ করো, অতঃপর সেখানে যেখানে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও এবং দরজায় সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো এবং বলতে থাকো, 'আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন'। আমি তোমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবো এবং শীঘ্রই সৎকর্মশীলদেরকে আরও বেশি দেবো'।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

৫৯. অতঃপর জালেমরা সেই কথাকে অন্য কথায় পরিবর্তন করে দিলো,[১] যা তাদেরকে বলা হয়েছিলো। অতঃপর আমি আসমান থেকে সেই জালেমদের উপর আযাব নাযিল করলাম, কারণ তারা অবাধ্যতা করছিলো।

ع ٢ ٦ ٣

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ

৬০. আর (স্মরণ করো) যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলো[২] তখন আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো'। অতঃপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণা

টীকা:

১ বনী ইসরাঈল এর প্রতি এই নির্দেশ ছিলো যে, দরজায় সিজদা করা আর মুখে (حِطَّةٌ) বলতে বলতে প্রবেশ করা। তারা উভয় হুকুম অমান্য করলো আর সিজদা করে প্রবেশ করার পরিবর্তে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করলো আর তাওবা ও ইসতিগফারের বাক্য পাঠের পরিবর্তে ঠাট্টা সহকারে (حِطَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ)বলতে লাগলো যার অর্থ হলো, চুলের মধ্যে দানা।

২ এই আয়াতে মানুষের আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র তাদের সমস্যা সমাধান করার প্রমাণও রয়েছে।

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ
كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَ
اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

প্রবাহিত হলো।[১] (আর) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি পানের স্থান চিনে নিলো। (আর আমি বললাম,) 'আল্লাহর রিযিক খাও ও পান করো এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না'।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى
طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ
قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ
قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى
بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا
فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

৬১. আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা এক (রকম) খাবারের উপর কখনো ধৈর্য ধরতে পারবো না।[২] সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সেসব জিনিস উৎপন্ন করেন যা জমিন থেকে গজায়, যেমন শাকসবজি, শসা, গম, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ। তিনি বললেন, 'তোমরা কি উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস চাও?' (আচ্ছা তবে) মিশর বা কোনো শহরে গিয়ে থাকো, সেখানে তোমরা যা চেয়েছো তা পাবে। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হলো[৩] এবং তারা

টীকা:

১ পাথর দ্বারা ঝর্ণা প্রবাহিত করা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র মহান মু'জিযা ছিলো আর আমাদের প্রিয় নবী হুযুর রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র আঙ্গুল দ্বারা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করলেন যা এর চেয়ে বড় মু'জিযা ছিলো।

২ বনী ইসরাঈল শাক-সবজি, কাকুড়ী ইত্যাদি যা কিছু চেয়েছিলো তাদের চাওয়া গুনাহ ছিলো না কিন্তু 'মান্না' ও 'সালওয়ার' মতো বিনা কষ্টে অর্জিত নিয়ামত ছেড়ে এগুলোর দিকে ধাবিত হওয়া নিম্ন পর্যায়ের চিন্তার শামিল। যখন বড়দের সাথে সম্পর্ক থাকবে তখন মনমানসিকতা চিন্তাধারাও বড় হওয়া উচিত।

৩ বনী ইসরাঈল উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যেসব কারণে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতার স্বীকার হলো হায় যেন এই কারণগুলো সামনে রেখে শিক্ষা অর্জন ও উপদেশ গ্রহণের জন্য মুসলমানরা একবার হলেও যেন নিজেদের আমল ও কৃতকর্মের পর্যালোচনা করে এবং নিজেদের অতীত ও বর্তমান এগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়।

الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

আল্লাহর ক্রোধের শিকার হলো। এই লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কারণ ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো। (আর) এটি এই কারণে হয়েছিলো যে, তারা নাফরমানি করেছিলো এবং তারা ছিলো সীমালঙ্ঘনকারী।

ع ٢

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَ
النَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবিঈদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ
بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ

৬৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের মাথার উপর তুর পাহাড় তুলে ধরেছিলাম (এবং বলেছিলাম,) 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো[১] এবং এতে যা আছে তা স্মরণ

টীকা:

১ এতে বাহ্যিকভাবে জোরপূর্বক অঙ্গীকার পূরণ করা পাওয়া যাচ্ছে, এই ব্যাপারে মনে রাখুন দ্বীন কবুল করার ক্ষেত্রে বাধ্য করা যাবে না তবে দ্বীন কবুল করার পরে এর হুকুম আহকামের উপর বাধ্য করা হবে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন কাউকে নিজের দেশে আসতে রাষ্ট্র বাধ্য করে না তবে যখন কেউ দেশে চলে আসে তখন রাষ্ট্র তাকে আইনের উপর আমল করতে বাধ্য করবে।

تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾	রাখো, এই আশায় যে তোমরা পরহেযগার হবে'।
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾	৬৪. অতঃপর এর পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। সুতরাং তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না থাকতো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ ج	৬৫. আর নিশ্চয়ই তোমরা সেই লোকদেরকে জানো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিলো। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা ধিকৃত বানর হয়ে যাও'।
فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾	৬৬. অতঃপর আমি এই ঘটনাকে তৎকালীন এবং পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশস্বরূপ করে দিলাম।[১]
وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۭ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۭ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ	৬৭. আর (স্মরণ করো) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন'। তখন তারা বললো, 'আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন?'

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো কুরআন পাকে আযাবের ঘটনাগুলো আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরণের ঘটনা ও আয়াত পড়ে নিজের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেয়া কুরআন পাঠের যে হক রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত।

اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾	মূসা বললো, 'আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই'। [১]
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾	৬৮. তারা বললো, 'আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন যে সেই গাভীটি কেমন?' সে (মূসা) বললো, 'আল্লাহ বলেন যে, সেটি এমন একটি গাভী, যা না বৃদ্ধা এবং না একেবারে অল্প বয়সী, বরং উভয়ের মাঝামাঝি।[২] সুতরাং তোমাদেরকে যা আদেশ করা হচ্ছে, তা পালন করো'।
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾	৬৯. তারা বললো, 'আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদেরকে এর রঙ কেমন তা বলে দেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ বলেন যে, সেটি হলুদ বর্ণের গাভী, যার রঙ উজ্জ্বল এবং যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়'।
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾	৭০. তারা বললো, 'আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, গাভীটি কেমন? কারণ গাভী আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। আর যদি আল্লাহ চান, তবে আমরা অবশ্যই সঠিক পথ খুঁজে পাবো'।

টীকা:

১ নবীগণ মিথ্যা, হাসি-তামাশা ও কাউকে নিয়ে উপহাস করা ইত্যাদি দোষত্রুটি থেকে মুক্ত তবে মন খুশি করা ভালো গুণ যা তাঁদের মাঝে পাওয়া যেতে পারে।

২ নবীর আদেশে নির্দ্বিধায় আমল করা উচিত আর আমল না করে যুক্তি তর্কে লেগে যাওয়া বেয়াদবদের কাজ।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. (মূসা) বললো, 'আল্লাহ বলেন যে, সেটি এমন একটি গাভী, যা দিয়ে কোনো কাজ নেওয়া হয় না, যেমন জমিতে হাল চালানো বা ক্ষেতে পানি দেওয়া। সেটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, তাতে কোনো দাগ নেই'।[১](এ কথা শুনে) তারা বললো, 'এখন আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন'। অতঃপর তারা সেই গাভীটি জবাই করলো, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিলো না।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং (স্মরণ করো) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করেছিলে এবং এর দোষ একে অপরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলে, অথচ আল্লাহ তা প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, '(সেই) নিহত ব্যক্তিকে এই গাভীর একটি টুকরো দিয়ে আঘাত করো'। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

৭৪. অতঃপর এর পরেও তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেলো।[২] তা যেন পাথরের মতো, অথবা তার চেয়েও বেশি কঠোর। আর পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর এমনও আছে যা ফেটে গেলে তা থেকে পানি বের হয়,

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অযথা তর্ক করা কষ্টে নিপতিত হওয়ার কারণ।

২ এ থেকে বোঝা গেলো অন্তরের কঠোরতা খুবই ভয়ানক।

الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

আর এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এই আশা রাখো যে, এরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে, অথচ তাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিলো যারা আল্লাহর কালাম শুনতো, অতঃপর তা বোঝার পর জেনে-বুঝে তা পরিবর্তন করে দিতো।[১]

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর যখন তারা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'তোমরা কি তাদের সামনে সেই কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন? যাতে এর মাধ্যমে তারা তোমাদের রবের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারে। তোমাদের কি কোনো বোধশক্তি নেই?[২]

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো আলেমের বিগড়ে যাওয়া সাধারণ ব্যক্তির বিগড়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক কেননা সাধারণ মানুষ আলেমদেরকে নিজেদের দিকপাল ও পথপ্রদর্শক মনে করে। তারা আলেমদের কথার উপর আমল করে আর তাদের কাজকে দলিল মনে করে। আর যদি আলেমদেরই আকাঈদ ও আমল বিগড়ে যায় তাহলে সাধারণ লোক কিভাবে হেদায়েতের পথে চলতে পারে।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, সত্য গোপন করা আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র গুণাবলী গোপন করা আর তাঁর মহত্ব / বিশেষত্বকে অস্বীকার করা ইহুদিদের পদ্ধতি।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে?

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যারা কিতাব সম্পর্কে জানে না, কেবল মৌখিক পাঠ বা কিছু মনগড়া কথা ছাড়া। আর তারা কেবল ধারণা ও অনুমানের উপর চলে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সুতরাং ধ্বংস সেই লোকদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে এবং তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য হাসিল করতে পারে। সুতরাং তাদের জন্য ধ্বংস তাদের হাতের লেখার কারণে এবং তাদের জন্য ধ্বংস তাদের উপার্জনের কারণে।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. আর তারা বলে, 'কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না'। হে প্রিয় নবী! তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছো? (যদি তাই হয়, তবে) আল্লাহ কখনো তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলছো যা তোমরা জানো না?'

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

৮১. কেন নয়! যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করেছে [১] এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টন

النصف

টীকা:

১ এই আয়াতে গুনাহ দ্বারা শিরক ও কুফরকে বোঝানো হয়েছে।

خَطِيٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٨١﴾

করে ফেলেছে,[১] তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٨٢﴾ ع

৮২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

ع ١١ ٩

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ ۖ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَقُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর (স্মরণ করো) যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনদের সাথেও (সদ্ব্যবহার করবে)। আর লোকদের সাথে ভালো কথা বলবে,[২] এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তোমরা (এমনিতেও আল্লাহর বিধান থেকে) ছিলে বিমুখ।[৩]

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُوۡنَ

৮৪. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম

টীকা:

১ পরিবেষ্টন বলতে নাজাতের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া আর কুফর ও শিরিকের উপর তার মৃত্যু হওয়াকে বোঝায়।

২ ভালো কথা বলতে নেকীর দাওয়াত দেয়া আর গুনাহ থেকে বাধা দেয়াকে বোঝায়। নেকীর দাওয়াতে এর প্রতিটি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত যেমন বয়ান করা, দরস দেয়া, ওয়ায ও নসীহত করা ইত্যাদি।

৩ এ থেকে বোঝা গেলো বনী ইসরাঈলের অভ্যাসই আল্লাহ পাকের বিধান থেকে বিমুখ হওয়া আর অঙ্গীকার অঙ্গিকার থেকে ফিরে যাওয়া।

دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ
تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজেদের লোকদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দেবে না। অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা (নিজেরাই) এর সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ
تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ
وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ
فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. অতঃপর তোমরাই তারা, যারা নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করতে শুরু করলে এবং নিজেদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিতে লাগলে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে (অন্যদেরকে) সাহায্যও করতে। আর যদি তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসতো, তবে তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে, অথচ তাদেরকে বের করে দেয়াটা তোমাদের জন্য হারাম ছিলো। তাহলে কি তোমরা আল্লাহর কিছু বিধান মানো আর কিছু অস্বীকার করো?[১] সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া তাদের আর কী প্রতিদান হতে পারে?[২] আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম আযাবের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, শরীয়তের সকল আহকামের উপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক এবং সকল প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর উপর আমল করাও আবশ্যক। কোন ব্যক্তি কখনও শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীন হতে পারে না আর যে তরীকতের নাম নিয়ে নিজেকে শরীয়ত থেকে স্বাধীন মনে করবে সে কাফের।

২ এ থেকে বোঝা গেলো কারো পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে দ্বীনের বিরোধিতা করা আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার কারণ হয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এরাই তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

ع ١٠

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর নিশ্চয়ই আমি মূসাকে, কিতাব দিয়েছিলাম এবং তারপরে একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম এবং পবিত্র রূহের (জিবরাঈলের) মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছিলাম।[১] তাহলে (হে বনী ইসরাঈল!) যখনই তোমাদের কাছে কোনো রাসূল এমন বিধান নিয়ে এসেছেন যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখন তোমরা অহংকার করেছো। অতঃপর তোমরা (নবীদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছো এবং একদলকে শহীদ করেছো।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আর তারা বলে, 'আমাদের অন্তরসমূহ পর্দাবৃত'। বরং আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই কিতাব আসলো, যা তাদের

টীকা:

১ আল্লাহ পাক হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'কে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام'র মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন। বোঝা গেলো আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সাহায্য করতে পারেন।

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ
فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ
فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী, অথচ এর আগে তারা এই নবীর উসিলা দিয়েই কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতো, অতঃপর যখন তাদের কাছে সেই পরিচিত নবী আসলো, তখন তারা তাকে অস্বীকার করলো। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ
يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ
وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

৯০. তারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কতই না মন্দ জিনিস ক্রয় করেছে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা তারা অস্বীকার করছে,[১] কেবল এই হিংসার কারণে[২] যে, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ওহী নাযিল করেন। ফলে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের শিকার হলো। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আনো', তখন তারা বলে, 'আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে'। আর তারা এর বাইরে যা আছে, তা অস্বীকার করে, অথচ তা (কুরআন) সত্য এবং তাদের কাছে থাকা কিতাবের সত্যায়নকারী। হে মাহবুব! তুমি বলো,

টীকা:

১ এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ উপদেশ গ্রহণ করুক যে, ঈমানের বিনিময়ে কুফর, নেকীর স্থলে গুনাহ, আনুগত্যের বিনিময়ে নাফরমানি, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে গযবের ব্যবসা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যবসা।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, পদ ও মর্যাদা পাওয়ার আশা মানুষের অন্তরে হিংসা সৃষ্টির একটি কারণ আর এটাও জানা গেলো হিংসা ঘৃনিত রোগ যা মানুষকে কুফর পর্যন্তও নিয়ে যেতে পারে।

تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

'(হে ইহুদিরা!) যদি তোমরা ঈমানদারই ছিলে, তবে অতীতে তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে কেন শহীদ করতে?'[১]

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে অত্যাচারী।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. (আর স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'আমি যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং শোনো'।[২] তারা বললো, 'আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না'। আর তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি পান করানো হয়েছিলো। হে মাহবুব! তুমি বলো, 'যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে কতই না মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়!'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

৯৪. হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন, 'যদি অন্য লোকদেরকে ছেড়ে আখিরাতের ঘর

টীকা:

১ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র যুগের বনী ইসরাঈলরা আম্বিয়া কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে শহীদ করেনি কিন্তু তারা যেহেতু হত্যাকারীদের এই কর্মকান্ডে তারা সন্তুষ্ট ছিলো আর তাদেরকে নিজেদের বড় মনে করতো আর তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতো এ জন্য তাদেরকেও হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো যে, এর সকল বিধি- বিধান ও যে বিষয়াবলী রয়েছে তদানুযায়ী আমল করা ও এর বিরুদ্ধচারণ না করা।

عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই আল্লাহ্‌র কাছে নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো,[১] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ ع

৯৬. আর তুমি অবশ্যই তাদেরকে দেখবে যে, তারা সকল মানুষের চেয়ে, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা রাখে। তাদের প্রত্যেকেই চায় যেন তাকে হাজার বছরের জীবন দেওয়া হয়।[২] অথচ এত দীর্ঘ জীবনও তাকে আযাব থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আর আল্লাহ তাদের সকল কার্যকলাপ দেখছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى

৯৭. হে মাহবুব! তুমি বলো, 'যে জিবরাঈলের শত্রু, (সে হোক)। নিশ্চয়ই সে তো আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে (কুরআন) নাযিল করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং যাতে রয়েছে ঈমানদারদের জন্য

টীকা:

১ মৃত্যুর ভালোবাসা ও আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা তাঁর নেক বান্দাদের পদ্ধতি তবে দুনিয়াবী কষ্ট দ্বারা পেরেশান হয়ে মৃত্যুর দোয়া করা ধৈর্য, সন্তুষ্টি,আত্মসমর্পন ও তাওয়াক্কুলের বিপরীত এবং নাজায়েয।

২ কাফেররা দুনিয়াবী জীবনের প্রতি লোভী হয়ে থাকে এক মৃত্যু থেকে খুবই পলায়ন করে, অন্যদিকে মুমিনের শান হলো এই যে, সে যদি জীবন চাই তাহলে এজন্য চায় যেন সে অধিক নেকী অর্জন করে আর আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারে।

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾	হেদায়েত ও সুসংবাদ'।
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾	৯৮. যে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলদের, জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের শত্রু।[১]
وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾	৯৯. আর নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর অবাধ্যরা ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না।
اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾	১০০. আর যখনই তারা কোনো অঙ্গীকার করেছে, তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলেছে। বরং তাদের অধিকাংশই মানে না।
وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۤ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاۗءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾	১০১. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল আসলো, যে তাদের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, তখন আহলে কিতাবের একদল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ছুঁড়ে ফেললো, যেন তারা কিছুই জানে না।[২]

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام আর ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা করা কুফরী আর আল্লাহর আযাবে গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ। আর আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করার শামিল।

২ ইহুদিরা তাওরাতকে খুবই সম্মান করতো কিন্তু হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি ঈমান আনেনি তো এর উপর আমল করলো না মূলত একে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলার শামিল।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى
مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ
لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ
النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ
اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا

১০২. আর তারা সুলাইমানের রাজত্বকালে সেই জাদুর পিছনে পড়লো, যা শয়তানরা পড়তো। আর সুলাইমান কুফরী করেনি, [১] বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিলো। যারা লোকদেরকে জাদু শেখাতো এবং (তারা সেই জাদুর পিছনেও পড়লো) যা বাবিলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের [২] প্রতি নাযিল করা হয়েছিলো। আর তারা দুজন কাউকে কিছু শেখাতো না, যতক্ষণ না তারা বলতো, 'আমরা তো কেবল (লোকদের জন্য) পরীক্ষা। সুতরাং তোমরা (এটা শিখে) নিজেদের ঈমান নষ্ট করো না'। তারা সেই ফেরেশতাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখতো, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। অথচ তারা এর দ্বারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। [৩] আর তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো [৪] এবং তাদের কোনো উপকার করতো না। আর তারা অবশ্যই জানতো যে, যে এই (ব্যবসা) গ্রহণ করেছে, আখেরাতে

টীকা:

১ লোকেরা হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام'র প্রতি জাদুর অপবাদ দিয়েছিলো এখানে সেই অপবাদকে নির্মূল করা হয়েছে।

২ হারূত ও মারূত হলেন দুজন ফেরেশতা আর ফেরেশতারা গুনাহ থেকে মাসুম। এদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ঘটনা ইহুদিদের মনগড়া যা মিথ্যা ও বাতিল।

৩ মুয়াসসিরে হাকিকী (প্রকৃত প্রভাবিতকারী) হলেন আল্লাহ পাক আর আসবাব (মাধ্যম)এর তাসীর (প্রভাব) সৃষ্টি করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি চান তাহলে কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যদি আল্লাহ পাক না চান তাহলে আগুন জ্বালাতে পারবে না, পানি পিপাসা নিবারণ করতে পারবে না এবং ওষুধ রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

৪ যদি জাদুর মধ্যে ক্ষতির প্রভাব থাকে তাহলে কুরআনের আয়াতেও অবশ্যই আয়াতে শিফার প্রভাব রয়েছে। তদ্রুপ যদি কাফেররা জাদু দ্বারা ক্ষতি সাধন করতে পারে তাহলে আল্লাহর বান্দারাও কারামতের মাধ্যমে উপকার সাধন করতে পারে।

لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠٢

তার কোনো অংশ নেই। আর তারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কতই না মন্দ জিনিস ক্রয় করেছে, যদি তারা জানতো!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠٣ ع

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনতো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান অনেক উত্তম হতো, যদি তারা জানতো!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٠٤

১০৪. হে ঈমানদারগণ! 'রা-ইনা' বলো না, বরং এভাবে আরয করো যে, 'হুযুর, আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন'[১] এবং আগে থেকেই মনোযোগ দিয়ে শোনো। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝١٠٥

১০৫. (হে মুসলমানগণ!) আহলে কিতাবের কাফেররা এবং মুশরিকরাও চায় না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কোনো কল্যাণ নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

ع ١٢

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং দরবারে আদব রক্ষা করা ফরয আর যে কথায় সামান্যতম আদবের বিপরীত বিষয় পরিলক্ষিত হবে তা মুখে আনা নিষেধ। আরও জানা গেলো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র দরবারের আদব করা রাব্বুল আলামীন স্বয়ং নিজেই শিখান আর তা'যীম সম্পর্কিত হুকুম আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেন।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমি যখন কোনো আয়াত রহিত করি[১] বা ভুলিয়ে দিই, তখন তার চেয়ে উত্তম বা তার মতো অন্য আয়াত নিয়ে আসি। (হে শ্রোতা!) তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তুমি কি জানো না যে, আসমান ও জমিনের রাজত্ব কেবল আল্লাহরই? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা সহায়তাকারী নেই?[২]

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের রাসূলের কাছে তেমনই প্রশ্ন করো, যেমন এর আগে মূসার কাছে করা হয়েছিলো? আর যে ঈমানের বিনিময়ে কুফর গ্রহণ করবে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ

১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই তাদের কাছে সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরেও নিজেদের অন্তরের হিংসার

টীকা:

১ নাসখ এর অর্থ হল পূর্ববর্তী হুকুমকে পরবর্তী কোন শরয়ী দলিল দ্বারা উঠিয়ে নেয়া, আর এটি বাস্তবে পূর্ববর্তী হুকুমের সময়ের সমাপ্তি হয়ে থাকে।

২ আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় কেউ কারও সাহায্য করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ আল্লাহ পাক অনুমতি ও ইখতিয়ার দিলে এর সাহায্য করতে পারবে। কুরআন ও হাদীসে এর অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে এবং বুজুর্গানে দ্বীনের সাহায্য করা লাখো লোকের অভিজ্ঞতা ও মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত।

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

কারণে[১] চায় যে, তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দেয়। সুতরাং তোমরা (তাদেরকে) ক্ষমা করো এবং (তাদের থেকে) উপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. আর নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য যে নেকী আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ দেখেন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۭ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১. আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এটা তাদের মিথ্যা আশা। তুমি বলো ‘ তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

بَلٰى ۤ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۠ وَلَا

১১২. হ্যাঁ, কেন নয়? যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, তার জন্য তার রবের নিকট

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো হিংসা অনেক বড় দোষ আর এর কারণে মানুষ না শুধু নিজে কল্যাণ থেকে বিরত থাকে বরং অন্যকেও কল্যাণ থেকে দূরে রাখার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়।

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

প্রতিদান রয়েছে।[১] আর তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর ইহুদিরা বলে, 'খ্রিস্টানরা কোনো ভিত্তির উপর নেই' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপর নেই', অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবেই অজ্ঞরাও তাদের মতো কথা বলে। সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ

১১৪. আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে,[২] এবং তা বিরান করার চেষ্টা করে?[৩] তাদের তো উচিত ছিলো ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ

টীকা:

১ জান্নাতে প্রবেশের প্রকৃত মাধ্যম হলো সঠিক ঈমান ও ভালো আমল আর কোনো যুগের বা বংশের বা গোত্রের লোক যদি সঠিক ঈমান ও আমল রাখে তাহলে সে জান্নাতে যাবে, তবে স্মরণ রাখতে হবে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নবুওয়াত ঘোষণার পর তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারীর ঈমান কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না আর কোনো আমল ঈমান ব্যতীত নেক আমল হতে পারে না।

২ আল্লাহর যিকিরকে বাধা দেয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষেধ কিন্তু তবে মসজিদে বাধা দেয়া আরও অধিক নিন্দনীয় কেননা মসজিদ যিকিরের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে।

৩ মসজিদকে যেকোনো ভাবে ধ্বংসকারী হলো জালেম। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম খন্ড,১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বর্ণনা দেখুন।

يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে রয়েছে মহা আযাব।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর মুশরিকরা বলে, 'আল্লাহ নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র, বরং যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, সবই তাঁর মালিকানাধীন। সকলেই তাঁর সামনে বিনত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

১১৭. তিনি পূর্বের কোনো নমুনা ছাড়াই আসমানসমূহ ও জমিনকে নবসৃষ্টিকারী।[২] আর যখন তিনি কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি কেবল বলেন 'হয়ে যাও', আর তা হয়ে যায়।[৩]

টীকা:

১ وَجْهُ اللّٰه'র শাব্দিক অর্থ হল আল্লাহর চেহারা। আল্লাহ পাক সৃষ্টির ন্যায় চেহারা থেকে পবিত্র সুতরাং এটি মুতাশাবিহাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এর অর্থ আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

২ بَدِيْع অর্থ হল কোনো জিনিসকে পূর্বের কোনো নমুনা ছাড়ায় নতুন করে সৃষ্টি করা। আল্লাহ পাকের আসমানসমূহ আর জমিনকে সৃষ্টি করার পূর্বে না কোন আসমান ছিলো না কোনো জমিন। সুতরাং আল্লাহ পাক একে নতুন করে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন।

৩ স্মরণ রাখবেন আল্লাহ পাক কোনো কাজের জন্য কারও মুখাপেক্ষী না, আর আল্লাহ পাকের বিভিন্ন কাজের জন্য ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করা হলো তাঁর প্রজ্ঞা, তার প্রয়োজন নেই।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا
يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ
قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এবং অজ্ঞরা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না অথবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন কেন আসে না?' তাদের পূর্বের লোকেরাও এমনই কথা বলেছিলো। তাদের অন্তরগুলো একে অপরের মতো হয়ে গেছে।[১] নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ
وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে মাহবুব! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর তোমাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا
النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ
هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ

১২০. আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করো।[২] তুমি বলে দাও, 'আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত'। আর (হে শ্রোতা!) যদি তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরেও তুমি তাদের

টীকা:

১ কাফেরদের সাথে মেলামেশা, পোশাক ও বাহ্যিক বেশভুষায় সাদৃশ্য রাখা নিষেধ, কেননা প্রকাশ্য গোপনীয়তার আলামত আর প্রকাশ্য গোপনীয়তার প্রতি প্রভাব ফেলে। সুতরাং কাফেরদের নিয়ম-নীতি থেকে একেবারেই দুরূত্ব বজায় রাখা উচিত, যাতে করে তাদের প্রকাশ্য গোপনীয়তার প্রতি প্রভাব না ফেলে।

২ এই আয়াত থেকে এটাও বুঝে আসে যে, কাফেররা সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হতে পারবে না যদিও প্রকাশ্যভাবে অবস্থা ভিন্ন হতে পারে। পরিতাপের বিষয় হল হাজারো অভিজ্ঞতার পরেও মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ﴿۱۲۰﴾

খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো[১] তবে আল্লাহ থেকে তোমাকে বাঁচানোর মতো কোনো সাহায্যকারী বা সহায়তাকারী থাকবে না।

وقف منزل

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ ع

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা সেভাবে তিলাওয়াত করে যেভাবে তিলাওয়াত করার হক রয়েছে।[২] তারাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা তা অস্বীকার করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ع ١٤

یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. হে ইয়াকুবের বংশধর! আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো,[৩] যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে তৎকালীন সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا یَوْمًا لَّا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْـًٔا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ

১২৩. আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো প্রাণ কোনো প্রাণের পক্ষ থেকে কোনো বদলা দেবে না এবং তার কাছ

টীকা:

১ এখানে শুধু হুযুর ﷺ কে বলা হয়নি বরং এই আয়াত শ্রবণকারী প্রত্যেক শ্রোতাকে বা প্রকাশ্যভাবে হুযুর ﷺ আর উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বোঝানো হয়েছে কেননা তিনি আহলে কিতাবের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে পারেন না।

২ এ থেকে এটাও বোঝা গেলো আল্লাহর কিতাবের অনেক হক রয়েছে। কুরআনের হক হলো এর তা'যীম করা, এটিকে মুহাব্বাত করা, এর তিলাওয়াত করা, একে বোঝা, এর প্রতি ঈমান রাখা, এর উপর আমল করা এবং একে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

৩ আল্লাহ পাকের নিয়ামতের চর্চা করা যিকির করা, শোকর আদায় করা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হুযুর ﷺ'র মিলাদ শরীফের বর্ণনা করা বা এর মাহফিল করা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

থেকে কোনো বিনিময় নেওয়া হবে না, আর কাফেরকে সুপারিশ কোনো লাভ দেবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. আর (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি কথার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন, তখন সে সেগুলো পূর্ণ করেছিলো। (আল্লাহ) বললেন, 'আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতৃত্ব দানকারী বানাতে যাচ্ছি'।[১] (ইবরাহীম) আরয করলো, 'আর আমার বংশধরদের থেকেও'। তিনি বললেন, 'আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের কাছে পৌঁছায় না'।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

১২৫. আর (স্মরণ করো) যখন আমি এই ঘরকে (কাবা) মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম। আর (হে মুসলমানগণ!) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।[২] আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ করেছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য খুব ভালোভাবে পবিত্র রাখো।[৩]

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো শরয়ী আহকাম এবং কষ্ট আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, আর যারা এই পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, যে পাথরের নবীর কদম চুমু দেয়ার সৌভাগ্য মিলে তা মর্যাদাপূর্ণ হয়ে যায়। এটাও বোঝা গেলো নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র তা'যীম তাওহীদের পরিপন্থী নয় কেননা মাকামে ইবরাহীমকে সম্মান তো মূল নামাযের মধ্যেই করা হয়।

৩ এ থেকে বোঝা গেল কাবাঘর আর মসজিদে হারাম শরীফ হাজী, ওমরা পালনকারী, তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী আর নামাযীদের জন্য যেন পবিত্র ও পরিছন্ন রাখা হয়, এই হুকুম মসজিদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও রয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর স্মরণ করো যখন ইবরাহীম আরয করলো: হে আমার রব, এই শহরকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে বিভিন্ন ফল দিয়ে রিযিক দান করুন।[১] (আল্লাহ) বললেন, 'আর যে কাফের হবে, আমি তাকেও কিছু সময়ের জন্য ফায়দা ভোগ করতে দেবো, তারপর তাকে দোযখের আযাবের দিকে বাধ্য করবো এবং তা ফিরে যাওয়ার জন্য খুবই মন্দ জায়গা'।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর (স্মরণ করো) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলো[২] (এই দোয়া করতে করতে), 'হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. হে আমাদের রব! আর আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত রাখুন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি এমন উম্মত তৈরি করুন, যারা আপনার অনুগত হবে। এবং আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি দেখিয়ে দিন।[৩] এবং আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিন, নিশ্চয়ই আপনিই পরম তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

টীকা:

১ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কাবাঘরের রিযিকের প্রশস্ততার জন্য দোয়া করলেন আর তাঁর দোয়া কবুল হওয়াটা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখতে পারেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ফল এবং খাবার এখানে অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো মসজিদ নির্মাণ করা অত্যন্ত উত্তম পর্যায়ের ইবাদত আর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام'র সুন্নাত।

৩ জানা গেলো ইবাদতের পদ্ধতি শিখা হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র সুন্নাত, এর জন্য দোয়াও করা উচিত এবং প্রচেষ্টাও করা উচিত।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

১২৯. হে আমাদের রব! আর তাদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে আপনার কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন[১] এবং তাদেরকে ভালোভাবে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর ইবরাহীমের দ্বীন থেকে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নেবে, যে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। আর নিশ্চয়ই আমি তাকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই সে আখেরাতে আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২]

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. স্মরণ করো, যখন তার রব তাকে বললেন: 'অনুগত হও'। সে আরয করলো, 'আমি সেই সত্তার অনুগত হলাম, যিনি সকল জাহানের পালনকর্তা'।

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ

১৩২. আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদেরকে এই একই দ্বীনের ওসিয়ত

ع ١٥

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان'র শান জানা গেলো যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখালেন আর যাদেরকে পাক পবিত্র করলেন তার অধিকারী প্রথমত সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এবং এটাও জানা গেলো যে, সম্পূর্ণ কুরআন সহজ নয় তা নাহলে এর শিক্ষা প্রদানের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠানো হতো না। যে বলবে কুরআন বোঝা খুবই সহজ তাকে একজন বড় আলেমের কাছে নিয়ে যান পনেরো মিনিটে অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যাবে কতটা সহজ! এটাও বোঝা গেরো কুরআনের সাথে হাদিসেরও প্রয়োজন রয়েছে।

২ বোঝা গেলো সত্য দ্বীনের আলামত হল তা সালফে সালেহীনের দ্বীন হবে, এরা হলেন হেদায়েতের দলিল। আল্লাহ পাক এখানে ইসলামের হক প্রমাণ দিলেন যে, এটিই ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام'র দ্বীন।

يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

করেছিলো যে, 'হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না'। [১]

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. (হে ইহুদিরা!) তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় এসেছিলো? যখন তিনি তার সন্তানদেরকে বললেন, '(হে সন্তানেরা!) আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বললো, 'আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করবো, যিনি এক উপাস্য। আর আমরা তাঁরই অনুগত'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তারা ছিলো একটি উম্মত, যারা গত হয়ে গেছে। তাদের আমল তাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য।[২] আর তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

১৩৫ . আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, 'ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবে হেদায়েত

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো যে, পিতামাতার শুধু সম্পদের বিষয়ে ওসিয়ত (উপদেশ) করা উচিত নয় বরং সন্তানকে সঠিক আকিদা, ভালো আমল, দ্বীনের মর্যাদা, দ্বীনে অটলতা, নেকী অর্জনে অটলতা আর গুনাহ থেকে দূরে থাকার ওসিয়তও করা উচিত।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, আখিরাতে নিজের আমল কাজে আসবে আর যদি আকিদা খারাপ হয় তাহলে কারো আমল অন্য কাউকে উপকার দেবে না।

تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

পাবে’। (হে মুসলমানগণ!) তোমরা বলো, ‘(কখনোই না), বরং আমরা ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করি, যিনি সকল বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’।[১]

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. (হে মুসলমানগণ!) তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, এবং ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, (তার প্রতি ঈমান এনেছি)। আমরা ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।[২] আর আমরা আল্লাহরই অনুগত’।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. অতঃপর যদি তারাও সেভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছো, তবে তারা হেদায়েত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা কেবল বিরোধিতায় লিপ্ত। সুতরাং হে মাহবুব! শীঘ্রই আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

টীকা:

১ এ থেকে জানা গেলো যে, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে আল্লাহ তায়ালা এমন এক সাধারণ (জনপ্রিয়তা) দিয়েছেন যে, প্রত্যেক দ্বীনের অনুসারীই তাঁর প্রতি সম্বন্ধ স্থাপনে গর্ববোধ করে। আর এটাও জানা গেলো যে, কেবল বড়দের সন্তান হওয়াই যথেষ্ট নয় , যতক্ষণ না বড়দের মতো কাজ করা হয়।

২ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام’র মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য আছে যেমনটি তৃতীয় পারার শুরুতে আছে কিন্তু তাঁদের নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি।[১] আর আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ উত্তম? আর আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. তুমি বলো, 'তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো, অথচ তিনি আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও। আর আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আর আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ'।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. (হে আহলে কিতাব!) তোমরা কি বলছো- ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানরা ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিলো? তুমি বলো, 'তোমরা কি বেশি জানো, নাকি আল্লাহ?' আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য আছে এবং সে তা গোপন করে? আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾ ع ١٢/٦/١٢

১৪১. তারা ছিলো একটি উম্মত, যারা গত হয়ে গেছে। তাদের আমল তাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আর তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।[২]

টীকা:

১ 'আল্লাহর রঙ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর দ্বীনের সত্য আকিদাসমূহ।

২ এতে সেইসব মুসলমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে, যারা নিজেদের বাবা-মা বা পীর-মুর্শিদের নেক আমলের উপর ভরসা করে নিজেদেরকে নেকী থেকে দূরে এবং গুনাহে ব্যস্ত রাখে।